পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
২০শ সংখ্যা, ইন্দিরা একাদশী,
১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭।
আগামীকাল পারণঃ ০৫.২৩ – ০৯.২৮
(শ্রীধাম মায়াপুর)।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

নির্বাচিত ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যের বিশেষ দিক

"গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবত"

- আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হৃদয়ের সমস্ত অশুভ প্রবৃত্তিগুলি নির্মল করার উপায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপায়টি হচ্ছে ভাগবতের সঙ্গ করা।
- দু'রকমের ভাগবত রয়েছেন; যথা-গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবত। এই উভয় ভাগবতই হচ্ছেন ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত উপায় এবং তাতে উভয়ের অথবা একজনের শরণাগত হলেই সব রকমের প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের মতোই মঙ্গলপ্রদ, কেননা ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের নির্দেশ অনুসারেই তাঁর জীবনকে পরিচালনা করেন এবং গ্রন্থ-ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত বা ভাগবতদের তথ্যে পূর্ণ। গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবতে অভেদ সম্বন্ধ রয়েছে।
- ভক্ত-ভাগবত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তাই ভক্ত-ভাগবতের সন্তুষ্টি-বিধানের ফলেই গ্রন্থ-ভাগবতের কৃপা লাভ হয়।
- যুক্তির অতীত – ভক্ত-ভাগবত অথবা গ্রন্থ-ভাগবতের সেবা করা ফলে যে কিভাবে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি লাভ করা যায়; তা যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না।
- উদাহরণ – নারদ মুনির পূর্বজীবন
- ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকেই গ্রন্থ-ভাগবতের বাণী শিক্ষা – ভাগবতের তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির পথে যতই উন্নতি লাভ হয়, ভক্ত ততই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। তাই গ্রন্থ-ভাগবতের বাণী ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হয় এবং এই দুই ভাগবতের সমন্বয়ের ফলে নবীন ভক্ত প্রভূতভাবে লাভবান হয়ে ভক্তিমার্গে ক্রমোন্নতি লাভ করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/১৮ তাৎপর্য)

"ভগবৎ-দর্শন"

- ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ হলে সেই সঙ্গে আত্মাকেও দর্শন হয়। চিন্ময় আত্মারূপে জীবের পরিচিতি সম্বন্ধে অনেক কল্পনা এবং সন্দেহ রয়েছে।
  - জড়বাদীরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না,
  - জ্ঞানীরা মনে করে যে, নির্বিশেষ, নিরাকার, অদ্বয় ব্রহ্ম থেকে আত্মা অভিন্ন-তারা আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে না।
  - তত্ত্বদ্রষ্টারা বলেন যে আত্মা এবং পরমাত্মা দুটি ভিন্ন সত্তা; তাঁরা গুণগতভাবে এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে ভিন্ন।
- এ ছাড়া অন্য বহু মতবাদ রয়েছে, কিন্তু ভক্তিযোগের মাধ্যমে যখনই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ সমস্ত কল্পনাপ্রসূত মতবাদ বিদূরিত হয়ে যায়।

- দৃষ্টান্ত – কৃষ্ণ → সূর্য; জড়বাদীদের জল্পনা-কল্পনা → অন্ধকার
- ভক্তরা অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকে না – ভগবদ্গীতায় (১০/১১) ভগবান বলেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তিনি তাঁদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে তাঁদের হৃদয়ের সংশয়রূপী সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করেন। তাই যেহেতু তিনি নিজেই তাঁর ভক্তদের হৃদয়কে আলোকিত করেন, তাই তাঁর সেবাপরায়ণ ভক্তের অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।
- দৃষ্টান্ত – একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুন থেকে বেরিয়ে এলেই তার দহনশক্তি হারিয়ে ভস্মে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই অণুসদৃশ জীব পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই মায়ার কবলিত হয়।
- পরম্পরা ধারা – ভক্তরা বিনীত, এবং তাই দিব্য জ্ঞান অবরোহ পন্থায় তাঁদের কাছে নেমে আসে। এই পন্থায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই জ্ঞান দান করেন ব্রহ্মাকে, তারপর ব্রহ্মা তাঁর পুত্র এবং শিষ্যদের সেই জ্ঞান দান করেন। এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। পরমাত্মারূপে ভক্তের হৃদয়ে থেকে ভগবান তাঁকে এই জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করেন। এইটিই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের যথার্থ পন্থা।
- অহঙ্কার-গ্রন্থি ছেদন – এই জ্ঞানের প্রভাবে ভক্ত চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ হন। কেন না যে গ্রন্থির দ্বারা চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থ আবদ্ধ ছিল, ভগবান স্বয়ং তা ছেদন করেন। এই গ্রন্থিটিকে বলা হয় অহঙ্কার, এবং তার ফলে জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জড় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। যখন এই গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখন সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/২১ তাৎপর্য)

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

"ভগবানের উদ্দেশ্য"

- তিনি বিভিন্ন লোকে জীবেদের মাঝে তাঁর লীলাবিলাস করেন, যাতে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী হয়।
- কখনও কখনও তিনি কোন উপযুক্ত জীবকে তাঁর হয়ে কোন কর্ম সাধন করার জন্য তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট করেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হচ্ছে একই-ভগবান চান যে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবেরা যেন ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারে।
- তাই ভগবান নিজে এসে অথবা তাঁর উপযুক্ত পুত্রসদৃশ প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে বদ্ধ জীবদের কাছে ভগবদ্ধামের মহিমা প্রচার করেন। এই ধরনের অবতারেরা অথবা ভগবানের পুত্রেরা কেবল মানব সমাজের মধ্যেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাণী প্রচার করেন না, তাঁরা দেবতা আদি অন্যান্য সমাজেও সেই বাণী প্রচার করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/৩৪ তাৎপর্য)

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com, ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ, What's app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ভগবদগীতা – ৯ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

(গত সংখ্যার পর)

স্ত্রীলোকঃ আপনি জ্ঞানী যোগী বোঝাচ্ছেন ?

প্রভুপাদঃ জ্ঞানী। হ্যাঁ। জ্ঞানী, যোগী নয়।

স্ত্রীলোকঃ জ্ঞানী।

প্রভুপাদঃ জ্ঞানী। জ্ঞানী মানে দার্শনিক, বাস্তব-অভিজ্ঞ দার্শনিক। বাস্তব-অভিজ্ঞ দার্শনিক। ব্রহ্ম, ব্রহ্মবাদী, যারা ব্রহ্মে সমাহিত হতে চায় তাঁদের জ্ঞানী বলা হয়। এবং যারা নিজের মধ্যে ভগবানের তপ করেন তারা হচ্ছেন যোগী। এটিই সাধারণ সংজ্ঞা। এবং যারা, যারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানে প্রপত্তি করেন তাঁরা ভক্ত।

স্ত্রীলোকঃ হ্যাঁ। নামটি ? নামটি ? আপনি বলেন জ্ঞানী...?

প্রভুপাদঃ জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত।

স্ত্রীলোকঃ ভক্ত।

প্রভুপাদঃ ভক্ত।

স্ত্রীলোকঃ অন্যটি...

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। ভক্ত।

স্ত্রীলোকঃ আপনি জ্ঞানী কিভাবে বানান করেন ?

প্রভুপাদঃ জ্ঞা-নী। "জ্ঞান-নী, জ্ঞান-নী" বানান হচ্ছে জ্ঞানী" সুতরাং পরমসত্য, পরম সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান, পরম সত্য।

এখন, সে অনুসারে... যেহেতু আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, প্রত্যেক জীব সত্ত্বার ক্ষুদ্র স্বাধীনতা রয়েছে। ভগবান আমাদেরকে দান করেছেন। এখন, আমাদের স্বাধীনতার মাধ্যমে, আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে গ্রহণ করতে পারি, আমি তাঁকে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, এবং আমি তাঁকে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম, নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্যোতির আলোক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এই সমস্ত পরম সত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন, এটি আমার বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে, আমি ভগবানের অস্তিত্বে বিলিন হতে চাই এবং বন্ধু, পিতা, মাতা, স্ত্রী রূপে তাঁর সঙ্গী হতে চাই। ঠিক যেমন আমাদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং তা আমাদের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এখন, তুলনামুলকভাবে, আমরা যদি ভগবানের অস্তিত্বে বিলীন হওয়া নিয়ে অধ্যয়ন করি, অন্তত্তপক্ষে ভক্তদের মতামত হবে, এটি গ্রহণযোগ্য নয়। সেটি গ্রহণ যোগ্য নয়। তাঁরা জানেন যে, "ভগবান আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে তৈরি করেছেন, সুতরাং এর কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। এবং যেহেতু তিনি আমাকে কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে অবশ্যই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে হবে।"

আমি আপনাকে একটি স্থুল উদাহরণ দিতে পারি, মা হতে... মনে করুন কিছু সন্তান, ছয় জন সন্তানের জন্ম হয়েছে। এখন মায়ের মনোভাব কী? মাতা অথবা পিতা... মাতা অথবা পিতা, একই- যিনি সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা, তারা সুখী হতে চান। অন্যথায়, কেন তারা এত ঝামেলা গ্রহণ করছেন, সারাদিন, আমি বুঝাচ্ছি, ভরণপোষণ করে ? তাতে কিছু সুখ রয়েছে। কেউই এত ঝামেলা গ্রহণ করতে চান না, কিন্তু বাড়ীতে, কারণ, সেখানে কিছু সুখ রয়েছে সন্তানদের দর্শনে, ভরণপোষণে, মাধ্যমে..., এজন্য তিনি এত ঝামেলা গ্রহণ করেন। এখন একই সাথে, সন্তানদের জীবনেও কিছু ঝামেলা রয়েছে। এখন, যদি একজন সন্তান মাতাকে অনুরোধ করে, "মাতা, আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, এবং... কিন্তু আমার জীবন অত্যন্ত ঝামেলা পূর্ণ। ভালো হয় আপনি যদি পুনরায় আমাকে আপনার পেটে প্রবেশ করিয়ে দেন।" (হাস্য) এটা কি ভাল প্রস্তাব ? এটা কোন ভাবেই ভালো প্রস্তাব নয়। এটা হতাশ করা। "ওহ, "মাতা বলেন, "ওহ, আমার সন্তান, তুমি ঝামেলায় রয়েছ। এজন্য তুমি আমার পেটে প্রবেশ করতে চাও ? তুমি আমার সাথে বিলীন হতে চাও ?" ভাল, মাতা এতে অক্ষম। তিনি অক্ষম, তিনি তা করতে অক্ষম। কিন্তু যদি, যদি এরূপ অনুরোধ পরম ভগবানে করা হয়, তিনি তা গ্রহণ করতে সক্ষম। তার জন্য এটি সম্ভব নয়, অসম্ভব। "ঠিক আছে, তুমি আমার অস্তিত্বে বিলীন হতে চাও ? এসো। এসো। আমি আমি, আমি তোমাকে গ্রহণ করছি।" কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে সন্তান তাঁর মাতা বা পিতাকে এরূপ অনুরোধ করে, সে কি সুস্থমস্তিষ্ক ব্যাক্তি ? সুযুক্তিপূর্ণ সন্তান, বুদ্ধিমান সন্তান, চিন্তা করবে, "ঠিক আছে, আমার পিতা ও মাতা আমাদের লালনপালন করেছেন। তারা আমাকে জন্মদান করেছেন। তারা আমাদের জীবনদান করেছেন। ঠিক আছে আমাদের পিতা মাতার সেবা করা যাক। তাদের সুখী করা যাক। আমাদের কার্যক্রম যাতে,... "সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক পন্থা। সেটিই স্বাভাবিক... যেহেতু ভগবান আমাদেরকে অনেক স্বতন্ত্র জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, আমরা তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঠিক যেমন, পিতা এবং সন্তান অথবা মাতা এবং সন্তান। সন্তান মাতার দেহের অংশ। আমরা মাতার দেহ হতে আমাদের দেহ প্রাপ্ত হয়েছি। সেটি একটি বিষয়। একইভাবে, এটি, এটি... আপনি ভগবদগীতাতেও খুঁজে পাবেন যে জড়া প্রকৃতি হচ্ছেন মাতা, এবং ভগবান পিতা, এবং পিতা মাতৃগর্ভে বীজ প্রদান করছেন এবং আমরা সবাই এসেছি... আমরা এই জাগতিক দেহ লাভ করেছি। একইভাবে, বোঝা গেল ?

এখন, এই বিষয়, পরম ভগবানের সত্ত্বার সাথে বিলীন হওয়া, যদি কিছু স্বতন্ত্র আত্মা বা স্বতন্ত্র জীব সত্ত্বা কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়, ভগবান কর্তৃক তা গৃহীত হতে পারে, সাযুজ্যমুক্তি... সেটি খুব কঠিন নয়। কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমাদের সেভাবে চিন্তা করা উচিত কিনা, আমাদের জন্য ভাল কিনা। সেটি আমাদের পছন্দ। যদি বিলীন হতে চাই... আমি যা বলি তা বোঝা গেল ? যদি আমি ভগবানের সত্ত্বার সাথে বিলীন হতে চাই... ঠিক যদি আপনার সন্তান আপনার সাথে পুনরায় বিলীন হতে চায়, এটা আপনার জন্য সম্ভব নয় কিন্তু তা ভগবানের জন্য অসম্ভব নয়। ভগবান গ্রহণ করতে পারেনঃ "ঠিক আছে, তুমি আমাতে সমাহিত হতে চাও। ঠিক আছে, এসো। আমি গ্রহণ করছি।" সুতরাং সেটি অসম্ভব নয়। সুতরাং তা ভগবানের অস্তিত্বে সমাহিত হওয়া। সেখানে এরূপ মুক্তি রয়েছে। কিন্তু সেটিই সর্বোত্তম নয়। আপনি কিছু বলতে চান ?

স্ত্রীলোকঃ জ্ঞানী, আপনি বলেছেন, যার অর্থ শাস্ত্র পাঠ হতে মুক্তি। (বাকী অংশ আগামী সংখ্যায়)